কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 14 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৫ ...

টিউশন ফি থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার কঠিন নয়

- শিক্ষার্থীদের দাবি বিবেচনা করার ইঙ্গিত
- পর্যালোচনা হবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির ওপর আরোপিত সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার করা সরকারের পক্ষে কঠিন কোনো বিষয় নয়। সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্য অনেক খাতের তুলনায় এ খাত থেকে যে অর্থ আসবে, এর অঙ্কও খুব বেশি বড় নয়। কয়েক হাজার কোটি টাকা রাজস্ব কম আদায় হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের স্বার্থে ২০১৩ সালে পোশাক খাতের ওপর আরোপিত উৎসে কর একবারেই দশমিক ৮০ শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক ৩০ শতাংশ নির্ধারণ করেছিলেন বর্তমান অর্থমন্ত্রীই। এর আগে বিশ্বমন্দার সময় রপ্তানি খাতের জন্য ঢেলে দিয়েছিলেন নগদ প্রণোদনাও। সে বিবেচনায় চলতি অর্থবছরের দুই লাখ আট হাজার ৪৯৩ কোটি টাকার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরোপিত ভ্যাট থেকে আদায় হতে পারে সর্বোচ্চ ৩০০ কোটি টাকা। শিক্ষা খাত বিকাশের স্বার্থে এই অর্থ ছাড় দেওয়া দুই লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকার বাজেটে মোটেই কোনো প্রভাব ফেলবে না বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

এরই মধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের ইঙ্গিত দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। গতকাল রবিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, 'ভ্যাট নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আলোচনার পথ রুদ্ধ নয়। গত ছয় বছরে আমরা অনেক সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করেছি। ভ্যাট নিয়ে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে একটি সম্মানজনক সমাধানে পৌঁছা যাবে। শিগগির এর সমাধান হবে। আমি আশা করি, তারা সরকারের

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

টিউশন ফি থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার কঠিন নয়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সঙ্গে আলোচনায় বসবে।'

ভ্যাট আরোপের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হবে কি না জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'পুনর্বিবেচনা তো সব সময়ই করি। আমরা কোনো বিষয়েই রিজিড (অনড়) না। গত ছয় বছরে অনেক কিছুই রিভিউ (পর্যালোচনা) করেছি। আমরা একটা পদক্ষেপ (ভ্যাট আরোপ) নিয়েছি। উই উইল জাস্টিফাইড।'

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের হিসাব মতে, ২০১৩ সালে দেশের ৬৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয় ছিল এক হাজার ৯৬৪ কোটি টাকা। এই আয়ের ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ করলে ভ্যাট বাবদ সরকারের আয় দাঁড়ায় ১৪৭ কোটি ৩০ লাখ টাকা। বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে ৮৩টি হয়েছে। এই সময়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও তাদের টিউশন ফির পরিমাণও বেড়েছে। ফলে এ খাত থেকে সরকারের সর্বোচ্চ ৩০০ কোটি টাকা ভ্যাট আদায় করা সম্ভব হতে পারে। বাংলাদেশ থেকে বছরে যে পরিমাণ অর্থ পাচার হয়, এটি তার এক-চতুর্থাংশেরও কম।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিয়ে যে বৈষম্যের অভিযোগ উঠেছে, এরও সুরাহা করা সম্ভব আলোচনার ভিত্তিতে। বেতন-ভাতার বৈষম্য দূর করার জন্য অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সভাপতিত্বে 'বেতন-ভাতা বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' নামের একটি কমিটি রয়েছে। অর্থমন্ত্রী শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের আপত্তির বিষয়গুলো জেনে মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় তা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এতে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় কয়েক দিন ধরে চলা অচলাবস্থা দূর হবে।'

আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান সম্ভব : অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিয়ে অসন্তোষ কিংবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরোপিত ভ্যাট সমস্যার সমাধান করা মোটেই কঠিন কোনো বিষয় নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এর চেয়েও জটিল ও বড় সমস্যার সুরাহা করেছেন ঠান্ডা মাথায়। পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন থেকে বিশ্বব্যাংকের হঠাৎ চলে যাওয়ার ঘটনাও সেতু নির্মাণ থামাতে পারেনি। সেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরোপিত সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি সরকারের জন্য বড় কোনো বিষয় নয়। ভ্যাট নিয়ে চলমান আন্দোলন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৈষম্যের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করে আলোচনার ভিত্তিতে এর সমাধান করা সম্ভব।'

সরকারের সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মকর্তা বলছেন, এর আগে বাড়ি ভাড়া, ব্যাংকের মাধ্যমে জমা দেওয়াসহ বাজেটে বিভিন্ন খাতের ওপর করারোপের পর সরকার তা নিজে থেকেই সংশোধন করেছে।

ক্ষমতাসীন দলের অনেক নেতা বলছেন, এখনই উচিত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে এর মীমাংসা করা। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতও সুর নরম করেছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবি কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৈষম্যের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এসব বিষয়ে সরকার মোটেই অনড় নয়। সরকার গত ছয় বছরে অনেক সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করে পরিবর্তন করেছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির ওপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার দাবির আন্দোলন প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ গতকাল সাংবাদিকদের বলেছেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কথা আমাদের ভাবতে হবে।'

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চলমান আন্দোলন নিরসনের লক্ষ্যে দ্রুত উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, ভ্যাট নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সংকটে পরিণত হওয়ার আগেই সমাধান করতে হবে। অন্যথায় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

বৃহস্পতিবারের পর গতকাল রবিবারও ভ্যাটবিরোধী অবরোধে স্থবির হয়ে পড়ে ঢাকা। আজ সোমবারও সড়ক অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনকারীরা ঢাকার বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করে বসে থাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সড়কের একাংশে টানা ৮-১০ ঘণ্টা যানবাহন স্থবির হয়ে থাকে, আবার অন্য অংশে দেখা দেয় তীব্র যান সংকট। এতে জনজীবনে প্রচণ্ড দুর্ভোগ নেমে আসে। অনেকের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র ক্ষোভ ও বিরক্তি।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলেন, 'শিক্ষকদের আন্দোলন যে ন্যায্য নয় তা প্রমাণ করার দায়িত্ব অর্থমন্ত্রীর। বেতন কাঠামোতে শিক্ষকদের জন্য এমন কী রাখা হয়েছে, যা না জেনে শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন বলে অর্থমন্ত্রীর মনে হয়েছে! এ ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীরই উচিত ছিল, শিক্ষকদের ডেকে নিয়ে তাঁদের জন্য বেতন কাঠামোতে যেসব সুবিধা রয়েছে তা তুলে ধরে আশ্বস্ত করা যে শিক্ষকরা আগের চেয়ে বঞ্চিত হচ্ছেন না বা বেতন কাঠামোতে তাঁদের অবমাননা করা হয়নি। আর অর্থমন্ত্রীর ব্যাখ্যা শুনে শিক্ষকদের কোনো অভিযোগ বা দাবি থাকলে তা সরকারের ঊর্ধ্বতন নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সমাধানের আশ্বাস দিয়েই শিক্ষকদের আন্দোলনের মাঠ থেকে ক্লাসরুমে ফেরাতে পারেন অর্থমন্ত্রী।'

অবশ্য গতকাল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গেও আলোচনায় বসার কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রী মুহিত। তিনি বলেছেন, 'এটা নিয়ে বসতে হবে। তাঁদের পদের পাঁচ-ছয়টা ধাপ আছে। সেগুলোর পিরামিডটা কোথাও হয়তো কমবেশি আছে।'

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের করা আন্দোলন 'ঠিক নয়' বলে দাবি করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বেতন কমিশন সুপারিশ দিয়েছে। সেখানে তাঁদের সম্মান বা মর্যাদার কোনো হানি হয়নি।'

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শিক্ষকদের বেতন-ভাতার বৈষম্যের অভিযোগটি পর্যালোচনা করবে' 'বেতন-ভাতা বৈষম্য দূরীকরণসংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি', যার সভাপতি অর্থমন্ত্রী। সেখানেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গতকাল আন্দোলনরত শিক্ষকরা সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, তাঁরা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসবেন না। তাঁদের দাবি, স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো। এ জন্য কোনো কমিশন গঠন করা হলে শিক্ষকরা সেই কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

শিক্ষকদের এ অবস্থান প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'না, না। ঠিক আছে। না বসলে বসবে না। তবে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এ কমিটিই সব সময় কাজ করে আসছে।'

এ বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'তাঁরা যদি বসতে না চান, তাহলে কী করার আছে।'

ঢাকায় বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে টিউশন ফি বা অন্য খাতে অর্থ নেয়, তার ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত (খরচ করার পর বাকি অর্থ) থাকতে পারে। টিউশন ফির ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট আরোপের অর্থ হলো ওই উদ্বৃত্তের ওপর ৩৫ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ভ্যাট দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। তিনি বলেন, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিচ্ছে। এই ভ্যাটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী হারাতে পারে। আর দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা খরচ অনেক বেশি হলে প্রতিবছর উচ্চশিক্ষার জন্য বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী বিদেশে চলে যাবে।

ভারতের উদাহরণ দিয়ে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, ভারতে আয়কর, সেবা কর, সম্পদ কর ইত্যাদির ওপর এক ধরনের করারোপ করা হয়, যাকে 'এডুকেশন সেস (ইসি)' বলা হয়। সর্বশেষ প্রাথমিক শিক্ষায় ১ শতাংশ হারে এবং উচ্চশিক্ষায় ২ শতাংশ ইসি আরোপ করেছে ভারত। সেখান থেকে আসা অর্থ শিক্ষা সম্প্রসারণ, বই, শিক্ষার্থীদের খাবার ও বৃত্তির কাজে ব্যয় করা হয়।